

কেআরসি টাইমস

স্টে এনরিচড



VOL. 1 বর্ষ ১ ◆ শিলচর, মঙ্গলবার, ২ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি ◆ ১৭ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ◆ www.krctimes/bangla

ISSUE-22 3 November 2026 ◆ Tuesday ◆ KRC TIMES Membership E-Copy East and NE India Edition ◆ Email : krctimes@gmail.com

আজকের সব তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়ুন আমাদের ই-পেপার।
সাবস্ক্রিপশনের জন্য যোগাযোগ করুন : ৮৭২১৮৩৮৩১৩



২০৩০ সালের মধ্যে ১১.৭ গিগাওয়াট পরিচ্ছন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা, বিনিয়োগের আহ্বান হিমন্তের

গুয়াহাটি : ২০৩০ সালের মধ্যে ১১.৭ গিগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করল অসম সরকার। এই লক্ষ্য পূরণে রাজ্যের পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ক্ষেত্রে শিল্পপতি ও বিনিয়োগকারীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তাঁর বক্তব্য, পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি এই উদ্যোগ অসমের অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করার সুযোগ তৈরি করবে।

সোমবার নয়াদিল্লিতে আয়োজিত 'ভারত রিনিউয়েবল এনার্জি সামিট অ্যান্ড এক্সপো ২০২৬'-এ যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের পরিচ্ছন্ন জ্বালানি নীতির রূপরেখা তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে আয়োজিত সিইও



রাউন্ডটেবিল বৈঠকে তিনি অসমের বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন।

রাজ্যে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি একাধিক বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ধুবড়ির চাপরে ৩,২০০ মেগাওয়াটের সুপারক্রিটিক্যাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং কার্বি আংলং ও ডিমা হাসাওয়ে ৪,৯০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিভিন্ন বিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি অসম বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা এনএলসি ইন্ডিয়া ও এসজেভিএনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে পৃথক ১,০০০ মেগাওয়াটের সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলার প্রক্রিয়া চালাচ্ছে।

সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী জানান, দেশে জীবাশ্ম জ্বালানিবহির্ভূত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ইতিমধ্যেই ৩০০ গিগাওয়াট ছাড়িয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ গিগাওয়াটের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আশাবাদী তিনি। পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রে বিপুল বিনিয়োগের সম্ভাবনার কথাও তুলে ধরেন মোদি।

ত্রিপুরার মনোনয়নে এগিয়ে সিপিএম, এখনও প্রার্থী দেয়নি বিজেপি-তিপ্রা মথা

আগরতলা : ত্রিপুরার ২০২৬ সালের পুরসভা ও নগর স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনে মনোনয়ন জমার পরিসংখ্যানে এগিয়ে সিপিএম। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ২ নভেম্বরের রিপোর্ট অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত ২৪১ জন প্রার্থী মোট ৩২৪টি মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তবে উল্লেখযোগ্যভাবে শাসক দল বিজেপি, তিপ্রা মথা ও আইপিএফটি এখনও কোনও মনোনয়ন জমা দেয়নি। কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, সিপিএমের ২১৮ জন প্রার্থী ৩০০টি মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। কংগ্রেসের ১২ জন প্রার্থী জমা দিয়েছেন ১৩টি। নির্দল-সহ অন্যান্যদের মনোনয়নপত্রের সংখ্যা ১১। ২ নভেম্বর ছিল মনোনয়ন জমার দ্বিতীয় দিন। ওই দিন ২০৭ জন প্রার্থী মোট ২৫৪টি মনোনয়নপত্র জমা দেন। প্রথম দিন জমা পড়েছিল মাত্র ৩২টি।

বিলাস ইন কাণ্ড : সাত দিনের পুলিশি রিমান্ড শেষে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে ঘনকান্ত

গুয়াহাটি : গুয়াহাটির বিলাস ইন হোটেলে পাঁচজনকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠাল আদালত। মঙ্গলবার সাত দিনের পুলিশি



হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তাঁকে আদালতে পেশ করা হয়। নতুন করে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়নি।

গত ২৬ অক্টোবর বরা সার্ভিস এলাকার বিলাস ইন হোটেলে গুলিচালনায় হোটেলের মালিক ভরালি পরিবারের চার সদস্য-সহ পাঁচজনের মৃত্যু হয়। আহত হন আরও একজন। হোটেলের লিজ ও পরিচালনা নিয়ে বিবাদের জেরে এই ঘটনা ঘটে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে।

মৃতদের মধ্যে রয়েছেন হোটেলের সহ-মালিক হেলেনা ভরালি, তাঁর ভাই ভূদেব ভরালি, ছেলে দেবর্ষি কাশ্যপ, পুত্রবধূ রিনিকা কাশ্যপ এবং কর্মী নারায়ণ দাস। ঘটনার এক ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার করা হয় ঘনকান্তকে। ছয় সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে।

শ্রীভূমির বিসর্জন কাণ্ডে ক্লাবের পাশে থাকার আশ্বাস সুস্মিতার

শ্রীভূমি : হিন্দুস্থান ক্লাবের ঘটনাকে কেন্দ্র করে শ্রীভূমির জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করে বিস্তারিত আলোচনা করলেন



পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যসভার সাংসদ সুস্মিতা দেব। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, ঘটনায় গ্রেফতার হয়ে যাঁরা জেলে রয়েছেন, তাঁরা আইনি সহায়তা চাইলে তিনি পাশে দাঁড়াতে প্রস্তুত।

প্রাক্তন বিধায়ক রাহুল রায়ের পর শ্রীভূমিতে এলেন সুস্মিতা। তবে নির্যাতিতদের বাড়িতে যাননি তিনি। রাজ্যের বাইরে থাকায় তাঁর আসতে দেরি হয়েছে বলে জানান সাংসদ। সুস্মিতার কথায়, আগে বিরোধী দলে থাকাকালীন সাংবাদিক সম্মেলন করা ছাড়া তাঁর বিশেষ কিছু করার ক্ষমতা ছিল না। এখন তিনি শাসকদলে রয়েছেন। তাই মানুষের সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারবেন বলে আশাবাদী।

ঘটনা প্রসঙ্গে সুস্মিতা বলেন, বরাকবাসী কখনও উগ্র জাতীয়তাবাদের রাজনীতি করেননি। তাঁর দাবি, মূলত মদ্যপ ব্যক্তিদের মধ্যে মারামারি থেকেই ঘটনার সূত্রপাত। অথচ বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে।

মণিপুরে মায়ানমারের অনুপ্রবেশকারীদের বায়োমেট্রিক তথ্য প্রকাশের দাবি বীরেনের

ইম্ফল: মায়ানমার থেকে মণিপুরে আসা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বায়োমেট্রিক নথিভুক্তির সর্বশেষ তথ্য নিয়মিত প্রকাশের দাবি জানালেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। মঙ্গলবার রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের কাছে এই দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, জাতীয় নিরাপত্তা ও সীমান্ত সুরক্ষার স্বার্থে এই বিষয়ে স্বচ্ছতা অত্যন্ত জরুরি। তথ্য প্রকাশ্যে এলে সাধারণ মানুষের আস্থাও বাড়বে।



সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ একটি পোস্টে বীরেন সিং জানান, বিষয়টি কোনও রাজনৈতিক বিতর্ক নয়। বরং রাজ্যের নিরাপত্তা, সীমান্ত সুরক্ষা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যতের সঙ্গে সরাসরি জড়িত। মিজোরামে আশ্রয় নেওয়া মায়ানমারের নাগরিকদের বায়োমেট্রিক নথিভুক্তির কাজ শেষ পর্যায়ে বলে খবর প্রকাশিত হওয়ার পরই তাঁর এই মন্তব্য।

বীরেন সিংয়ের দাবি, মণিপুরের স্বরাষ্ট্র দফতরেরও জানানো উচিত, এখনও পর্যন্ত কতজনের বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং কতজনকে শনাক্ত করে যাচাই করা সম্ভব হয়েছে। নিয়মিত এই তথ্য প্রকাশ করলে সরকারের প্রতি মানুষের আস্থা বাড়বে বলেও মনে করেন তিনি।

উল্লেখ্য, গত আগস্টে মণিপুরের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কম্বোজম গোবিন্দাস বিধানসভায় জানিয়েছিলেন, রাজ্যে এখনও পর্যন্ত মায়ানমারের ২৪,৪৭৫ জন অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁদের নথিভুক্তি ও পরিচয় যাচাইয়ের প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন করে সরব হলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

মানকাচরে মাদকবিরোধী অভিযান, নেশার ট্যাবলেট-সহ গ্রেপ্তার সন্দেহভাজন কারবারি

মানকাচর : মাদকবিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলা পুলিশ। মানকাচরের ২ নম্বর পূবেরগাঁও এলাকায় অভিযান চালিয়ে নেশার ট্যাবলেট-সহ এক সন্দেহভাজন মাদক সরবরাহকারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে হাসিবুল ইসলামের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। সেখান থেকেই সন্দেহভাজন মাদকদ্রব্যের ট্যাবলেট উদ্ধার করেন অভিযানকারী পুলিশকর্মীরা। বেআইনিভাবে মাদক সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে হাসিবুলকে গ্রেপ্তার করা



হয়েছে। উদ্ধার হওয়া ট্যাবলেটের পরিমাণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এখনও প্রকাশ করেনি পুলিশ। কারবারের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চক্রের অন্য সদস্যদের সন্ধান চালানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

সম্পাদকীয়

মঙ্গলবার, ১৭ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ৩ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি

ক্ষমতার পরিবর্তন চাওয়া কি অপরাধ?

সরকারের সমালোচনা মানেই দেশবিরোধিতা নয়। ক্ষমতার পালাবদলের দাবি গণতন্ত্রের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। তরুণদের প্রতিবাদ, ভোটাধিকার নিয়ে উদ্বেগ, বেকারত্ব ও বৈষম্যের প্রশ্নে সরকারকে জবাবদিহি করতেই হবে। গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি সরকারকে প্রশ্ন করার অধিকার। অথচ ভারতীয় রাজনীতিতে ক্রমশ এমন প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, যেখানে সরকারের সমালোচনা করলেই কাউকে দেশবিরোধী তকমা দেওয়ার চেষ্টা হয়। বিরোধীরা ক্ষমতার পরিবর্তনের দাবি তুললে তাকে স্বাভাবিক রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা হিসেবে না দেখে ষড়যন্ত্রের চোখে দেখা হচ্ছে। প্রশ্ন হল, ক্ষমতার পরিবর্তন চাওয়া কি সত্যিই গণতন্ত্রবিরোধী?

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব জি কে পিল্লাইয়ের সাম্প্রতিক মন্তব্য এই প্রশ্নকে নতুন করে সামনে এনেছে। তাঁর বক্তব্য, প্রতিটি বিরোধী দলের লক্ষ্যই ক্ষমতার পরিবর্তন। ক্ষমতাসীন সরকারকে সরিয়ে নিজেরা ক্ষমতায় আসতে চাওয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। ২০১৩-১৪ সালে নরেন্দ্র মোদিও তৎকালীন সরকারের পরিবর্তনের ডাক দিয়েছিলেন। তখন সেই আহ্বান গণতান্ত্রিক রাজনীতির অংশ হলে আজ বিরোধীরা একই দাবি তুললে আপত্তি কোথায়? সরকার আর দেশ এক নয়। এই মৌলিক সত্যটি ভুলে গেলে গণতান্ত্রিক পরিসর সংকুচিত হবে। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া মানে পাঁচ বছর প্রশ্নহীনভাবে শাসন করার অধিকার পাওয়া নয়। বরং এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে জবাবদিহি, নাগরিকের উদ্বেগ শোনা এবং ভুল সিদ্ধান্ত সংশোধনের দায়িত্ব। সরকার কোনও স্থায়ী প্রতিষ্ঠান নয়, জনগণের দেওয়া নির্দিষ্ট সময়ের দায়িত্বমাত্র।

দিল্লির রামলীলা ময়দানে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'-র 'ভোট বাঁচাও, দেশ বাঁচাও' সমাবেশ এবং নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে ওঠা প্রশ্নের প্রেক্ষাপটে তরুণদের আন্দোলন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়া ও ভোটাধিকার নিয়ে উদ্বেগের স্বচ্ছ উত্তর দেওয়া নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব। কারণ, ভোটাধিকার কোনও রাজনৈতিক দলের সম্পত্তি নয়, নাগরিকের গণতান্ত্রিক পরিচয়ের ভিত্তি।

তরুণদের ক্ষোভের পিছনে রয়েছে আরও গভীর বাস্তবতা। প্রশ্নপত্র ফাঁস, পরীক্ষা বাতিল, বেকারত্ব, কম মজুরি এবং ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা তাঁদের হতাশ করছে। কাজের সুযোগ থাকলেও মাসে ১৫-২০ হাজার টাকা আয়ে স্বনির্ভর জীবন গড়া কঠিন। উন্নয়নের মূল্যায়ন তাই শুধু পরিকাঠামো কিংবা মোট দেশজ উৎপাদনের পরিসংখ্যানে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। ন্যায্য মজুরি, কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিও উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকে দমন করে এই অসন্তোষের সমাধান সম্ভব নয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা পুলিশের দায়িত্ব, কিন্তু প্রতিবাদের অধিকার খর্ব করা নয়। কেরলের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সচিবালয়ের সামনে নিয়মিত বিক্ষোভ গণতান্ত্রিক জীবনের পরিচিত অংশ। সরকার সব দাবি মানতে না পারলেও মানুষের বক্তব্য শোনা এবং সিদ্ধান্তের যুক্তি ব্যাখ্যা করা তার কর্তব্য।

কৃষক আন্দোলনও দেখিয়েছে, জনমতকে উপেক্ষা করে কোনও সিদ্ধান্ত দীর্ঘদিন টিকিয়ে রাখা যায় না। তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহারের ঘটনা তারই উদাহরণ। শুরুতেই আলোচনা ও সংসদে বিস্তৃত বিতর্কের সুযোগ থাকলে দীর্ঘ সংঘাত হয়তো এড়ানো যেত। সংসদ শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে আইন পাস করানোর জায়গা নয়, এটি বিতর্ক ও জবাবদিহির প্রতিষ্ঠান। বিরোধীদের দায়িত্ব বিকল্প নীতি তুলে ধরা এবং জনসমর্থনের মাধ্যমে ক্ষমতার পালাবদলের পথ তৈরি করা। অবশ্য প্রতিবাদের অধিকার মানে হিংসার স্বাধীনতা নয়। আন্দোলনকারীদেরও আইন মেনে শান্তিপূর্ণভাবে দাবি জানাতে হবে। কিন্তু এই দায়িত্বের অজুহাতে নাগরিকের মতপ্রকাশের অধিকার খর্ব করা যায় না। প্রকৃত স্থিতিশীলতা আসে মানুষের আস্থা থেকে, ভয় থেকে নয়। অপ্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক সংঘাত বিনিয়োগের পরিবেশও ক্ষতিগ্রস্ত করে।

ভারতের মতো বহুত্ববাদী দেশে মতপার্থক্য গণতন্ত্রের দুর্বলতা নয়, শক্তি। নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে তার জবাব দিতে হবে স্বচ্ছতা ও তথ্যের মাধ্যমে। তরুণদের ক্ষোভের উত্তর হতে হবে কর্মসংস্থান ও শিক্ষাক্ষেত্রে কার্যকর সংস্কার। কোনও সরকারই চিরস্থায়ী নয়। জনগণ ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটাতে পারে, এই সম্ভাবনাই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য এবং শাসকের উপর সবচেয়ে বড় নিয়ন্ত্রণ। বিরোধীরা ক্ষমতা পরিবর্তনের দাবি তুলবে, নাগরিক প্রশ্ন করবেন, তরুণরা প্রতিবাদ করবেন;এটাই গণতন্ত্রের স্বাভাবিক ছন্দ। এই ছন্দ স্তব্ধ করে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। মনে রাখতে হবে, সরকার দেশ নয়, ক্ষমতার মালিক জনগণ। বিরোধিতা অপরাধ নয়, গণতন্ত্রের অপরিহার্য অধিকার।

নেপালের সঙ্গে সমমর্যাদার সম্পর্ক গড়ুক ভারত

সন্দীপ বৈশ্য

দীর্ঘ কূটনৈতিক দূরত্বের পর প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র 'বালেন' শাহের সম্ভাব্য ভারত সফর আস্থা পুনর্গঠনের সুযোগ। কৌশলগত উদ্বেগের পাশাপাশি নেপালের সার্বভৌমত্ব ও নিজস্ব সিদ্ধান্তের অধিকারকে সম্মান করেই এগোতে হবে নয়াদিল্লিকে।

ভারত-নেপাল সম্পর্কের টানাপড়েন কাটিয়ে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে পারে প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র 'বালেন' শাহের সম্ভাব্য ভারত সফরে। নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে তাঁর সফরের সম্ভাবনা দুই দেশের সম্পর্ক পুনর্গঠনের সুযোগ এনে দিয়েছে। এই সুযোগ কাজে লাগাতে হলে নয়াদিল্লিকে নেপালকে শুধু কৌশলগত স্বার্থের পরিসরে নয়, সমমর্যাদার স্বাধীন অংশীদার হিসেবেও দেখতে হবে।

শাহের পূর্বসূরি কে পি শর্মা ওলির আমলে দুই দেশের সম্পর্কে একাধিক টানাপড়েন তৈরি হয়েছিল। সীমান্ত, রাজনৈতিক বক্তব্য এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস সেই দূরত্ব বাড়িয়েছিল। নতুন সরকারের সঙ্গে আলোচনায় অচলাবস্থা কাটানোর সুযোগ রয়েছে। তবে কূটনৈতিক সৌজন্যের ঘাটতি কিংবা সফরের সময় নিয়ে উদ্বেগকে সম্পর্কের মূল সমস্যা ভাবলে ভুল হবে। নেপালের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, জাতীয় মর্যাদা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন সেখানে অত্যন্ত সংবেদনশীল। কাঠমান্ডুর সরকারকেও নিজের জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। তাই আলোচনায় সমমর্যাদা ও সংবেদনশীলতা অপরিহার্য।

নেপালের জনমতের একটি অংশে ভারতবিরোধী মনোভাবের অস্তিত্বও অস্বীকার করা যায় না। ২০১৫ সালের অঘোষিত অবরোধের স্মৃতি সেই মনোভাবকে আরও তীব্র করেছিল। ওই ঘটনার অভিঘাত নেপালের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন, জ্বালানি সরবরাহ ও অর্থনীতিতে পড়েছিল। ফলে নেপালের জাতীয়তাবাদকে কেবল রাজনৈতিক কৌশল অথবা চীনের প্রভাবের ফল বলে ব্যাখ্যা করলে সম্পর্কের গভীর সমস্যাগুলি আড়াল হবে। প্রতিবেশীর ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ও জনমতের প্রতি সংবেদনশীল থাকা আস্থা পুনর্গঠনের প্রথম শর্ত।

অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রেও দুই দেশের সামনে বাস্তব সুযোগ রয়েছে। ভারত নেপালকে অনুদান ও স্বল্পসুদের ঋণ দেওয়ার পাশাপাশি পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ প্রকল্পে সহায়তা করতে পারে। ভুটকোশি নদীর বিপর্যয়ের পর পুনর্গঠনেও সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ। তবে সাহায্যকে কূটনৈতিক আনুগত্যের বিনিময় হিসেবে দেখানো উচিত নয়। উন্নয়ন সহযোগিতা হতে হবে নেপালের অগ্রাধিকার ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে। প্রকল্প ঘোষণার পর দীর্ঘসূত্রতা, অর্থছাড়ে বিলম্ব কিংবা বাস্তবায়নের দুর্বলতা দুই দেশের সম্পর্কের বিশ্বাসযোগ্যতা কমায়। প্রতিশ্রুতির চেয়ে সময়মতো কাজ সম্পন্ন করাই বেশি জরুরি।

নেপালের বাণিজ্য ঘাটতি, জলবিদ্যুৎ রপ্তানি এবং দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা পঞ্চেশ্বর বহুমুখী প্রকল্পের মতো বিষয়গুলিতে বাস্তব অগ্রগতি প্রয়োজন। নেপালের বিপুল জলবিদ্যুৎ সম্ভাবনা রয়েছে। ভারতীয় বাজারে বিদ্যুৎ বিক্রির সুযোগ বাড়লে নেপালের আয়, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে পারে। অন্যদিকে ভারতের উত্তরাঞ্চলের জ্বালানি চাহিদা পূরণেও তা সহায়ক হবে। কিন্তু বিদ্যুৎ ক্রয়, মূল্য নির্ধারণ, সঞ্চালন পরিকাঠামো এবং প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিয়ে স্বচ্ছ সমঝোতা জরুরি। পঞ্চেশ্বর প্রকল্পের দীর্ঘ অচলাবস্থা দেখিয়েছে, রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলেও কার্যকর আলোচনার অভাবে সম্ভাবনা নষ্ট হতে পারে।

চীনের সঙ্গে নেপালের সম্পর্ক এবং বেল্ট অ্যান্ড রোড উদ্যোগে তার অংশগ্রহণ নিয়ে ভারতের কৌশলগত উদ্বেগ রয়েছে। নেপালের ভূগোল ও সীমান্তের বাস্তবতার কারণে ভারতের নিরাপত্তা স্বার্থ উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। তবে নেপালের সঙ্গে সম্পর্ককে শুধু চীনকে ঠেকানোর প্রতিযোগিতায় নামিয়ে আনা দূরদর্শী হবে না। নেপালের উন্নয়ন ও কূটনৈতিক পছন্দের নিজস্ব পরিসর রয়েছে। একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র একাধিক দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতেই পারে। সেই অধিকারকে সম্মান করেই ভারত নিজের নিরাপত্তা উদ্বেগ নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করতে পারে। চাপ প্রয়োগের বদলে বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প সহযোগিতা দেওয়া অধিক কার্যকর।

কালাপানি-লিপুলেখ ভূখণ্ডবিরোধও সম্পর্কের বড় বাধা। ২০২০ সালে লিপুলেখ হয়ে কৈলাস মানস সরোবর যাত্রার রাস্তা উদ্বোধনের পর বিরোধ তীব্র হয়েছিল। নেপাল ওই অঞ্চলকে নিজের ভূখণ্ডের অংশ বলে দাবি করে; ভারতও তার নিজস্ব অবস্থান বজায় রেখেছে। চলতি বছর ভারত ও চীন ওই পথ দিয়ে যাত্রা ফের শুরু করায় নেপাল সরকার আপত্তি জানিয়েছে। এই বিরোধ উপেক্ষা করা কিংবা একতরফা সিদ্ধান্তে এগোনো সমস্যার সমাধান করবে না। প্রয়োজন স্বচ্ছ আলোচনা, ঐতিহাসিক নথি ও আইনি অবস্থানের পর্যালোচনা এবং পারস্পরিক গ্রহণযোগ্য সমাধানের চেষ্টা। সীমান্তে শান্তি ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখাও দুই দেশের দায়িত্ব।

১৯৫০ সালের ভারত-নেপাল মৈত্রী চুক্তি পর্যালোচনার সুপারিশ-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গোষ্ঠীর প্রতিবেদন নিয়ে নয়াদিল্লির নীরবতাও কাঠমান্ডুতে অসন্তোষ বাড়িয়েছে। চুক্তিটি দুই দেশের মানুষের চলাচল, বসবাস, কাজ ও অর্থনৈতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি তৈরি করেছে। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে এর কিছু বিধান পর্যালোচনার দাবি উঠতেই পারে। প্রতিবেশীর উদ্বেগের জবাব না দিয়ে তা পাশ কাটিয়ে গেলে অবিশ্বাস বাড়বে। চুক্তি সংশোধনের প্রশ্নে আলোচনার দরজা খোলা রাখা এবং উভয় পক্ষের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

নিরাপত্তা সহযোগিতার ক্ষেত্রেও পারস্পরিক আস্থা জরুরি। উন্মুক্ত সীমান্ত দুই দেশের মানুষের আত্মীয়তা, ব্যবসা ও যাতায়াত সহজ করেছে। একই সঙ্গে পাচার, অবৈধ বাণিজ্য ও অপরাধ মোকাবিলায় সমন্বিত নজরদারির প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু নিরাপত্তার নামে সাধারণ মানুষের বৈধ চলাচল অযথা কঠিন করা চলবে না। সীমান্ত ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় প্রশাসন, ব্যবসায়ী ও সীমান্তবর্তী জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিলে সহযোগিতা আরও কার্যকর হবে। দুই দেশের পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিয়মিত যোগাযোগও ভুল বোঝাবুঝি কমাতে পারে।

ভারত-নেপাল সম্পর্কের সবচেয়ে বড় সম্পদ দুই দেশের মানুষের নিবিড় যোগাযোগ। ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, পারিবারিক সম্পর্ক এবং শ্রমবাজারের সংযোগ এই বন্ধনকে রাষ্ট্রীয় কূটনীতির বাইরেও বিস্তৃত করেছে। নেপালের বহু নাগরিক ভারতে কাজ করেন, পড়াশোনা করেন এবং ব্যবসা করেন। একইভাবে ভারতীয় পর্যটক, বিনিয়োগকারী ও তীর্থযাত্রীরা নেপালের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখেন। এই মানবিক সম্পর্ককে রাজনৈতিক টানাপড়েনের শিকার হতে দেওয়া উচিত নয়। শিক্ষার্থী বিনিময়, পর্যটন, সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও সীমান্তবর্তী এলাকার যৌথ উন্নয়ন আস্থা বাড়াতে পারে।

অতীতের ঘনিষ্ঠতা ভবিষ্যতের সহযোগিতা নিশ্চিত করে না। সম্পর্ককে নতুন ভিত্তি দিতে হলে দুই দেশের নেতৃত্বকে নিয়মিত সংলাপ, সম্মানজনক আচরণ এবং বাস্তব সমস্যার যৌথ সমাধানে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে। সফর সফল হওয়ার মাপকাঠি কেবল যৌথ বিবৃতি বা আনুষ্ঠানিক করমর্দন নয়; বরং সীমান্তবিরোধে আলোচনা এগোল কি না, উন্নয়ন প্রকল্পে গতি এল কি না, বাণিজ্য ও বিদ্যুৎ সহযোগিতায় বাধা কমল কি না, সেটিই গুরুত্বপূর্ণ।

শাহের সম্ভাব্য ভারত সফর তাই নয়াদিল্লির কাছে একটি কূটনৈতিক পরীক্ষা। নেপালকে ছোট প্রতিবেশী, প্রভাবক্ষেত্র কিংবা কৌশলগত বাফার হিসেবে দেখার পুরনো দৃষ্টিভঙ্গি ছেড়ে সমমর্যাদার অংশীদার হিসেবে সম্পৃক্ত হতে হবে। ভারতের আকার ও ক্ষমতা বেশি হতে পারে, কিন্তু স্থায়ী বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় পারস্পরিক সম্মানেই। নেপালের সার্বভৌমত্ব ও নিজস্ব সিদ্ধান্তের অধিকারকে মর্যাদা দিয়ে, একই সঙ্গে ভারতের বৈধ নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্বার্থ নিয়ে খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমেই দুই দেশ আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারে। এই সম্পর্ক যত ভারসাম্যপূর্ণ হবে, ততই উপকৃত হবে দুই দেশের মানুষ এবং সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া।

উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রথম বেসরকারি মেডিক্যাল সাইক্লোট্রন কেন্দ্র অসমে, বিনিয়োগ ৬২ কোটি টাকা

গুয়াহাটি : ক্যানসার নির্ণয় ও উন্নত পরমাণু চিকিৎসার পরিকাঠামো গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ অসমের। গুয়াহাটির বন্ডা শিল্পাঞ্চলে ৬২ কোটি টাকা বিনিয়োগে তৈরি হচ্ছে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রথম বেসরকারি মেডিক্যাল সাইক্লোট্রন কেন্দ্র। নিউক্লিওমেড প্রাইভেট লিমিটেডের উদ্যোগে নির্মীয়মাণ এই কেন্দ্র চালু হলে ক্যানসার নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় তেজস্ক্রিয় চিকিৎসা উপাদানের স্থানীয় উৎপাদন সম্ভব হবে। গত ১ নভেম্বর অসম শিল্প উন্নয়ন নিগমের বন্ডা শিল্পাঞ্চলে প্রকল্পের বিশেষ সাইক্লোট্রন ভল্টের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।

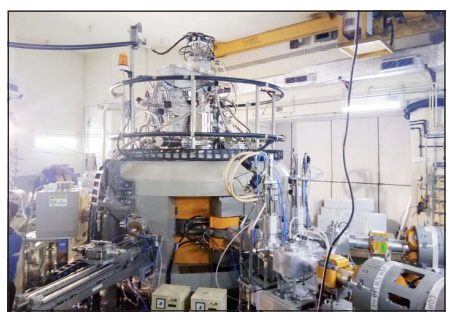

প্রকল্পটির নির্মাণকাজ ২০২৭ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ২০২৮ সালের জানুয়ারি থেকে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর পরিকল্পনা রয়েছে। এটি দেশের ১৪তম মেডিক্যাল সাইক্লোট্রন কেন্দ্র হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেলজিয়ামের সংস্থা আয়ন বিম অ্যাপ্লিকেশনসের সিইও ও ভাইস-চেয়ারম্যান অলিভিয়ের লেগ্রাঁ-সহ দেশ-বিদেশের চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ ও শিল্প প্রতিনিধিরা। কেন্দ্রে ১৮ এমইভি ক্ষমতাসম্পন্ন মেডিক্যাল সাইক্লোট্রন বসানো হবে। এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৩০ কিউরি পর্যন্ত ফ্লোরিন-১৮ ফ্লুরোডিঅক্সিগ্লুকোজ (এফ-১৮ এফডিজি) উৎপাদন করা সম্ভব হবে। পিইটি-সিটি পরীক্ষায় ব্যবহৃত এই তেজস্ক্রিয় উপাদানের সাহায্যে শরীরের বিভিন্ন অংশে অস্বাভাবিক বিপাকীয় কার্যকলাপ শনাক্ত করা যায়। ক্যানসার নির্ণয়, রোগের বিস্তার নির্ধারণ এবং চিকিৎসার অগ্রগতি মূল্যায়নে এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

নিউক্লিওমেডের ডিরেক্টর ডাঃ কন্দর্প সইকিয়া জানিয়েছেন, এখানে চিকিৎসাক্ষেত্রে ব্যবহৃত স্বল্প ও অতি স্বল্প অর্ধায়ুসম্পন্ন বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপও উৎপাদনের পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি গড়ে উঠবে বিশেষ থেরানোস্টিক্স বিভাগ।

অসমে ১৩৭টি ক্যানসারের ওষুধের দাম কমছে, ৯ নভেম্বর থেকে নতুন মূল্য কার্যকর

গুয়াহাটি : ক্যানসার রোগীদের চিকিৎসার খরচ কমাতে অসমে ১৩৭টি ক্যানসারের ওষুধের দাম কমানোর নির্দেশ জারি করল রাজ্যের ওষুধ নিয়ন্ত্রণ প্রশাসন। আগামী ৯ নভেম্বর থেকে ওষুধের দোকান, হাসপাতালের কাউন্টার, মজুতদার ও পরিবেশকদের সংশোধিত সর্বোচ্চ খুচরো দামে (এমআরপি) ওষুধ বিক্রি করতে হবে। সোমবার, ২ নভেম্বর এই নির্দেশ জারি হয়েছে।

জাতীয় ওষুধ মূল্য নির্ধারণ কর্তৃপক্ষ (এনপিপিএ) গত ১৭ অক্টোবর বিজ্ঞপ্তি জারি করে চিহ্নিত ১৩৭টি নন-শিডিউলড ক্যানসারের ওষুধে বাণিজ্যিক মুনাফার সর্বোচ্চ সীমা খুচরো দামের ৩০ শতাংশ নির্ধারণ করে। কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণে কয়েকটি ওষুধে মুনাফার হার ৭০০ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। নতুন সিদ্ধান্তে সংশ্লিষ্ট ওষুধের দাম সর্বোচ্চ ৭০ শতাংশ পর্যন্ত কমতে পারে।

নতুন মূল্যতালিকা বিক্রয়কেন্দ্রে প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করেছে প্রশাসন। পাশাপাশি, নির্দেশ কার্যকর হচ্ছে কি না, তা যাচাই করতে রাজ্যজুড়ে ৯০ দিনের বিশেষ পরিদর্শন অভিযান চালানো হবে। নির্ধারিত দামের বেশি ওষুধ বিক্রি করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তালিকায় নিভোলুম্যাব, ওলাপারিব, ডেনোসুম্যাব ও টোপোটেকানের মতো গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ রয়েছে।

ত্রিপুরায় বিএসএফ-গ্রামবাসী সংঘর্ষ, ১৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা



আগরতলা : ত্রিপুরার সিপাহিজলা জেলার বক্সনগরের আশাবাড়িতে বিএসএফ জওয়ান ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় আট জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার একথা জানিয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। নিরাপত্তাকর্মীদের উপর হামলা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে, পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনায় মোট ১৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে।

সোমবার সকালে আশাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে ৪৯ নম্বর ব্যাটালিয়নের বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের বচসা থেকে সংঘর্ষের সূত্রপাত। পাচার সংক্রান্ত একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে এই বিবাদ শুরু হয়েছিল বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। অভিযোগ, বচসার সময় এক বিএসএফ জওয়ান হেফজুর রহমান নামে এক স্থানীয় বাসিন্দাকে লাঠি দিয়ে মারধর করেন। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা। বক্সনগর-রহিমপুর সড়ক অবরোধ করে যান চলাচল বন্ধ করে দেন তাঁরা।

পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছন রহিমপুর বিএসএফ আউটপোস্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট রোহিত কুমার-সহ অন্য জওয়ানরা। অভিযোগ, উত্তেজিত জনতা তাঁদের উপর হামলা চালায় এবং একটি গাড়ি ভাঙচুর করে। পরে অতিরিক্ত বিএসএফ জওয়ান পৌঁছলে সংঘর্ষ আরও ছড়িয়ে পড়ে।

সিয়াং বাঁধ নির্মাণ নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি, জনসম্মতি অপরিহার্য : পেমা খান্ডু

ইটানগর : অরুণাচল প্রদেশের সিয়াং ও আপার সিয়াং জেলার বাসিন্দাদের আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু জানিয়েছেন, প্রস্তাবিত সিয়াং আপার মাল্টিপারপাস প্রকল্প নির্মাণের বিষয়ে রাজ্য বা কেন্দ্র; কোনও সরকারই এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি। প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা এবং তাঁদের সম্মতি অপরিহার্য বলেও স্পষ্ট করেছেন তিনি।



আদি জনগোষ্ঠীর একাংশের উদ্বেগ ও বিরোধিতার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আপাতত সরকারের বিবেচনায় রয়েছে শুধু একটি প্রাক্-সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন তৈরির বিষয়টি। প্রকল্পটি বাস্তবায়নযোগ্য কি না, সম্ভাব্য সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব কী এবং বিকল্প ব্যবস্থা রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে। তাঁর কথায়, এই পর্যায়ে বাঁধ নির্মাণের কথা বলা হচ্ছে না। নির্মাণের সিদ্ধান্তের আগে জনপরামর্শ ও মানুষের সম্মতি জরুরি।

খান্ডু জানান, ২০০৮ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের পর প্রকল্পটি জাতীয় প্রকল্পের মর্যাদা পায়। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে তিনি চিনের মেদগ কাউন্টিতে ইয়ারলুং সাংপো নদীর উপর বাঁধ নির্মাণের প্রসঙ্গ তোলেন। ২০২৫ সালের ১৯ জুলাই ওই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, আনে সিয়াং নদীর প্রায় ৬৫ শতাংশ জল চিনের ভূখণ্ড থেকে আসে। ফলে উজানে বড় পরিকাঠামো তৈরি হলে ভাটিতে হঠাৎ জলপ্রবাহ বৃদ্ধি কিংবা শুষ্ক মরসুমে জলের ঘাটতির আশঙ্কা রয়েছে। তাঁর মতে, চিনের নির্মাণের উপর ভারতের নিয়ন্ত্রণ না থাকলেও বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নের মাধ্যমে আগাম প্রস্তুতি জরুরি। খান্ডু স্পষ্ট করেন, প্রতিবেদন তৈরি মানেই নির্মাণের অনুমোদন নয়। ভবিষ্যতে সিদ্ধান্ত হলে জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পরিবেশ সংক্রান্ত আইন মেনেই এগোনো হবে।

মেঘালয়ের মন্ত্রিসভায় ফিরলেন পল লিংদো

ইউডিপি ছেড়ে এনপিপিতে যোগের পরই শপথ

শিলং : মেঘালয়ের রাজ্য মন্ত্রিসভায় নতুন সদস্য হিসেবে শপথ নিলেন পশ্চিম শিলংয়ের বিধায়ক পল লিংদো। সোমবার, ২ নভেম্বর শিলংয়ের লোকভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (ইউডিপি) ছেড়ে ন্যাশনাল পিপলস পার্টিতে (এনপিপি) যোগ দেওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই মন্ত্রিসভায় তাঁর প্রত্যাবর্তন রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ করল।



মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা সামাজিক মাধ্যমে শপথগ্রহণের খবর জানিয়ে নতুন মন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, পল লিংদো নিষ্ঠা ও দায়বদ্ধতার সঙ্গে মেঘালয়ের মানুষের জন্য কাজ করবেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন।

প্রাক্তন ইউডিপি সভাপতি মেটবাহ লিংদো মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করার পর যে শূন্যস্থান তৈরি হয়েছিল, পল লিংদোর অন্তর্ভুক্তিতে তা পূরণ হল। এর আগে তিনি মেঘালয় সরকারের পর্যটনমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর মন্ত্রীত্বকালে শিলং পিক রোপওয়ে প্রকল্পটি বিশেষভাবে আলোচনায় আসে। খাসি হিলস স্বশাসিত জেলা পরিষদের আপত্তির জেরে প্রকল্পটি সম্প্রতি ফের বিতর্কের কেন্দ্রে এসেছে। মেঘালয়ের রাজনীতিতে সাম্প্রতিক দলবদলের আবহেই পল লিংদোর মন্ত্রিসভায় প্রত্যাবর্তন। সম্প্রতি ইউডিপির ১১ জন বিধায়ক দল ছেড়েছেন। তাঁদের মধ্যে আটজন বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। অন্যদিকে পল লিংদো-সহ তিন বিধায়ক এনপিপিতে যোগ দিয়েছেন।

গত ২৮ অক্টোবর এনপিপি আনুষ্ঠানিকভাবে পল লিংদো এবং মাওকিরওয়াটের বিধায়ক রেনিকটন লিংদোকে দলে স্বাগত জানায়। দলের সদর দপ্তরে উপমুখ্যমন্ত্রী প্রেস্টোন টাইন্সং তাঁদের হাতে সদস্যপদের শংসাপত্র তুলে দেন। মোকাইয়াওয়ের বিধায়ক নুজোরজি সুংগোও এনপিপিতে যোগ দেওয়ার কথা থাকলেও অসুস্থতার কারণে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। পল লিংদোর মন্ত্রী হিসেবে শপথের ফলে কনরাড সাংমার নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার শূন্যস্থান পূরণ হল। একই সঙ্গে ইউডিপির একাধিক বিধায়কের দলত্যাগ এবং তাঁদের এনপিপি ও বিজেপিতে যোগদান মেঘালয়ের রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

কংগ্রেস সাংসদ আকোইজামকে স্বস্তি দিল্লি হাই কোর্টের

নয়াদিল্লি : যৌন হেনস্থার অভিযোগে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ) থেকে কংগ্রেস সাংসদ আংগমচা বিমল আকোইজামের বরখাস্তের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিল দিল্লি হাই কোর্ট। সোমবার বিচারপতি অনুপ জে ভাম্ভানির বেঞ্চ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নোটিস জারি করে। মামলার পরবর্তী শুনানি জানুয়ারিতে। মণিপুরের ইনর মণিপুরের সাংসদ আকোইজাম জেএনইউয়ের অধ্যাপক ছিলেন। গত ৯ অক্টোবর ১১ জন ছাত্রীর যৌন হেনস্থার অভিযোগের ভিত্তিতে অভ্যন্তরীণ তদন্তের পর তাঁকে বরখাস্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়। সেই সিদ্ধান্তের পাশাপাশি সরকারি আবাসন থেকে উচ্ছেদের নির্দেশকেও আদালতে চ্যালেঞ্জ করেন তিনি। আকোইজামের অভিযোগ, আত্মপক্ষ সমর্থনের যথাযথ সুযোগ না দিয়েই তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছে। ইউজিসি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত বিধিও মানা হয়নি বলে দাবি তাঁর। আদালত আপাতত বরখাস্তের নির্দেশ এবং তার পরবর্তী পদক্ষেপ স্থগিত রেখেছে।

আরব সাগরে সোমালীয় জলদস্যুদের কবলে ইরানি ট্রলার

৪৮ ঘণ্টার অভিযানে ২০ নাবিককে উদ্ধার ভারতীয় নৌসেনার



নয়াদিল্লি: আরব সাগরে ফের সক্রিয় সোমালিয়ার জলদস্যুরা। তাদের কবলে পড়া একটি ইরানি মাছধরার ট্রলার থেকে ২০ জন নাবিককে উদ্ধার করল ভারতীয় নৌসেনা। বৃহস্পতিবার ট্রলারটি অপহৃত হলেও রবিবার বিষয়টি জানতে পারে ভারতীয় প্রশাসন। এরপরই শুরু হয় উদ্ধার অভিযান। প্রায় ৪৮ ঘণ্টার অভিযানে নৌসেনার সঙ্গে হাত মিলিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় ভারতীয় বায়ুসেনাও। অভিযানের সাফল্যে দুই বাহিনীকেই অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

জানা গিয়েছে, মুম্বই থেকে প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার দূরে আরব সাগরের বিস্তীর্ণ এলাকায় অভিযান চালানো হয়। জলদস্যুদের অবস্থান শনাক্ত করতে যুদ্ধজাহাজের পাশাপাশি আকাশপথেও নজরদারি চালায় বায়ুসেনা। শেষ পর্যন্ত জলদস্যুদের গতিবিধি আটকে দিয়ে ট্রলারটিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয় ভারতীয় বাহিনী। উদ্ধার করা হয় ২০ জন নাবিককেই।

সমাজমাধ্যম এক্সে রাজনাথ সিং লেখেন, বায়ুসেনার সময়োচিত সহায়তায় ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত জলদস্যুদের শনাক্ত করে তাদের আটকে দেওয়া এবং নাবিকদের নিরাপদে উদ্ধার করার ঘটনা দুই বাহিনীর উচ্চ পর্যায়ের কর্মতৎপরতার পরিচয়। একইসঙ্গে গোটা অঞ্চলে সামুদ্রিক নিরাপত্তা ও বিপন্ন নাবিকদের সুরক্ষায় ভারতের সক্ষমতাও প্রমাণিত হয়েছে।

কিন্তু কেন ইরানি ট্রলারটিকে অপহরণ করেছিল জলদস্যুরা? সামুদ্রিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের একাংশের ধারণা, ছোট মাছধরার ট্রলার অপহরণ করে সেটিকে ব্যবহার করে বড় বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা চালানোর পরিকল্পনা ছিল দস্যুদের। যদিও এই ঘটনায় তাদের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য এখনও স্পষ্ট নয়।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে সোমালিয়া উপকূলে জলদস্যুদের তৎপরতা ফের বেড়েছে। গত এপ্রিলে জলদস্যুদের হামলায় কলকাতার এক যুবক-সহ পাঁচ নাবিকের মৃত্যু হয়েছিল। গত দশ বছরে সোমালীয় জলদস্যুদের হামলায় নাবিক মৃত্যুর এমন ঘটনা ছিল প্রথম। আবার গত আগস্টে পুন্টল্যান্ডের ইল জেলার মাররায়া উপকূলের কাছে 'লুতুফ' নামে একটি বাণিজ্যিক জাহাজ ঘিরে ধরে জলদস্যুরা। ওই জাহাজে ছয় ভারতীয়-সহ বিভিন্ন দেশের নাবিক ও নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন। ফলে আরব সাগরে নতুন করে জলদস্যুদের বাড়বাড়ন্ত আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে।

'ভাইপোর কী হয়, সময় হলে দেখতে পাবেন' শিলিগুড়িরতে অভিষেককে হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর



শিলিগুড়ি : 'গণতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা হটাও' কর্মসূচিকে ঘিরে শিলিগুড়ির রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে ফের তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিশেষ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে তাঁর মন্তব্য, ভাইপো ভাইপো করছেন কেন? ভাইপোর কী হয়, সময় হলে দেখতে পাবেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য ঘিরে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। যদিও কোনও নির্দিষ্ট ইঙ্গিত তিনি দেননি।

উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের বার্তা নিয়ে এদিন শিলিগুড়িতে যান শুভেন্দু। উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠকের পর বিজেপির মিছিল ও সভায় যোগ দেন তিনি। সভামঞ্চ থেকে উন্নয়নের প্রসঙ্গের পাশাপাশি কংগ্রেস, সিপিএম এবং তৃণমূলকে একযোগে আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, বিরোধীরা গণতন্ত্রের কথা বললেও বাস্তবে পরিবারতন্ত্র ও রাজনৈতিক অরাজকতাকেই প্রশ্রয় দিচ্ছে।

পরিবারতন্ত্রের প্রসঙ্গ তুলে গান্ধী পরিবারকে কটাক্ষ করেন শুভেন্দু। নেহরু, ইন্দিরা, রাজীব ও রাহুল গান্ধীর নাম উল্লেখ করে কংগ্রেসে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে একই পরিবারের কর্তৃত্ব চলছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। বাংলার রাজনীতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূলকেও একই অভিযোগে বিঁধেছেন। মমতাকে 'দুই জি' বলেও কটাক্ষ করেন তিনি।

অভিষেককে নিশানা করে শুভেন্দুর মন্তব্য, তএই সরকার শাহজাহানকেও ছাড়েনি, পুষ্পাকেও ছাড়েনি।দ তাঁর এই বক্তব্যের মাধ্যমে ভাইপোকে নিয়ে কোনও বড় পদক্ষেপের ইঙ্গিত দেওয়া হল কি না, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। পাশাপাশি তাঁর দাবি, নরেন্দ্র মোদি ও বিজেপি যত দিন রয়েছে, তত দিন মমতা-অভিষেকের পক্ষে নির্বাচনে জেতা সম্ভব নয়।

দিল্লির রামলীলা ময়দানে বিরোধীদের কর্মসূচি নিয়েও কটাক্ষ করেন শুভেন্দু। তাঁর দাবি, ভোটে পরাজিত দলগুলি একজোট হয়ে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করছে।

'পুলিশের কাজ রাষ্ট্রের সেবা, শাসকের নয়', ডিএমকে নেতার জামিনে বিজয় সরকারকে বার্তা হাই কোর্টের

চেন্নাই: তামিলনাড়ুতে বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে পুলিশের পদক্ষেপ নিয়ে সরব মাদ্রাজ হাই কোর্ট। ডিএমকে কাউন্সিলর এম সুধার আগাম জামিন মঞ্জুর করে বিচারপতি এন রমেশ স্পষ্ট জানান, পুলিশের কাজ শাসক দলের সেবা করা নয়, রাষ্ট্রের সেবা করা। শাসক ও বিরোধী; উভয় পক্ষের প্রতি নিরপেক্ষ আচরণ পুলিশের সাংবিধানিক দায়িত্ব। আদালতের পর্যবেক্ষণ, রাজনৈতিক দলগুলি সমাজমাধ্যমে পরস্পরকে আক্রমণ ও ট্রোল করে। কিন্তু বিরোধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ করলেও শাসক দলের ক্ষেত্রে তেমন তৎপরতা দেখা যায় না বলে অভিযোগ রয়েছে। তবে সুধার মামলায় পুলিশ শাসক টিভিকে-র নির্দেশে কাজ করেছে, এমন প্রমাণ মেলেনি বলেও জানায় আদালত।

ইরানে পরমাণু হামলার প্রস্তুতি আমেরিকার

নাগরিকদের বাঁচার কৌশল শেখাতে ৮ মিনিটের বিশেষ ভিডিও তেহরানের



তেহরান : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফের কি পরমাণু হামলার ভয়াবহতার সাক্ষী হতে চলেছে মানবসভ্যতা? ইরানকে ঘিরে আমেরিকার সঙ্গে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার আবহে এই প্রশ্নই নতুন করে উসকে দিল তেহরান প্রশাসনের একটি বিশেষ ভিডিও। সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে আট মিনিটের একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে ইরান সরকার। সেখানে সম্ভাব্য পরমাণু হামলার পরিস্থিতিতে কীভাবে প্রাণ বাঁচাতে হবে, তা বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই জল্পনা শুরু হয়েছে, তবে কি আমেরিকার পরমাণু হামলার আশঙ্কা করছে ইরান?

ইরানের সরকারি সংবাদসংস্থা 'ইরনা' (আইআরএনএ) গত ২৯ অক্টোবর ভিডিওটি প্রকাশ করে। তাতে সাধারণ নাগরিকদের ভূগর্ভস্থ কক্ষ, বেসমেন্ট কিংবা নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। জানালা থেকে দূরে থাকা এবং বাইরের বাতাস ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে, এমন বৈদ্যুতিন যন্ত্র, বিশেষ করে এয়ার কন্ডিশনার বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। খোলা জায়গায় আটকে পড়লে কীভাবে নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে হবে, সেই নির্দেশনাও রয়েছে ভিডিওতে।

শুধু বিস্ফোরণের সময় নয়, হামলার পরবর্তী পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার বিষয়েও সতর্ক করেছে প্রশাসন। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, সম্ভাব্য হামলার পর অন্তত ২৪ ঘণ্টা নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বাইরে বেরোনো উচিত নয়। এই সময় প্যাকেটজাত খাবার এবং বোতলবন্দি পানীয় জল ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি, যানবাহনের ভিতরে আশ্রয় নেওয়া থেকেও বিরত থাকতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ইরানের জরুরি পরিষেবার আধিকারিকদের সতর্কবার্তা, পরমাণু বিস্ফোরণের পর তেজস্ক্রিয় ধূলিকণা বা ফলআউট বাতাসের মাধ্যমে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে পারে। ফলে বিস্ফোরণস্থল থেকে অনেক দূরে থাকা মানুষেরও প্রাণঘাতী বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। মিশর ও সৌদি আরবের সংবাদমাধ্যমেও ইরানের এই নির্দেশিকা নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের জুনে ইজরায়েল ও আমেরিকার বিমান হামলায় ইরানের একাধিক পরমাণু স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সেই সময় তেহরান জানিয়েছিল, তেজস্ক্রিয়তা বাইরে ছড়িয়ে পড়েনি। কিন্তু এবার সরাসরি পরমাণু বিস্ফোরণ মোকাবিলার প্রস্তুতি নিয়ে নাগরিকদের সতর্ক করায় উদ্বেগ বেড়েছে।

'বিদেশি সাহায্যেই' প্রধানমন্ত্রী মোদি! ব্রিটেনের পুরনো ভিডিও সামনে এনে রাহুলকে পালটা তোপ বিজেপির



নয়াদিল্লি : নরেন্দ্র মোদি বিদেশি সাহায্যেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। কংগ্রেস সাংসদ তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। এবার সেই অভিযোগের পালটা জবাব দিতে গিয়ে রাহুলের ২০২৩ সালের ব্রিটেন সফরের বিতর্কিত মন্তব্যের ভিডিও সামনে আনল বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের পালটা অভিযোগ, বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে রাহুলই ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশি হস্তক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছিলেন। কংগ্রেস নেতাকে 'প্রতারক' ও 'ভণ্ড' বলেও কটাক্ষ করেছে বিজেপি।

বিজেপি মুখপাত্র সিআর কেশবন সমাজমাধ্যমে রাহুলের বিরুদ্ধে সরব হন। তাঁর কথায়, তরাহুল এমনই এক প্রতারক, যাঁর নিম্নরুচির মিথ্যাগুলি সবসময় তাঁর বিরুদ্ধেই যায়। শেষ পর্যন্ত তাঁকে অপমানিতও হতে হয়।দ ২০২৩ সালের মার্চে লন্ডনে রাহুলের দেওয়া বক্তৃতার ভিডিও প্রকাশ করে তিনি দাবি করেন, লোকসভা নির্বাচনের আগে বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছিলেন কংগ্রেস সাংসদ।

ওই বক্তৃতায় রাহুলকে বলতে শোনা যায়, ভারতের গণতন্ত্রের অবক্ষয় নিয়ে পশ্চিমি দেশগুলি কোনও প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে না। ব্রিটেন ও ইউরোপের দেশগুলিকে গণতন্ত্রের তথাকথিত রক্ষক উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোর বড় অংশ ভেঙে পড়েছে। তাঁর কথায়, এই লড়াই কেবল ভারতের নয়, বরং এটি একটি বৃহত্তর লড়াই।

হর্নবিল উৎসবের আগে নাগাল্যান্ডে সুরক্ষিত এলাকা পারমিট প্রত্যাহারের দাবি

বিদেশি পর্যটকদের যাতায়াতে বিধিনিষেধ ও জটিল অনুমতি-প্রক্রিয়ায় বিনিয়োগ

নাগাল্যান্ডের বার্ষিক হর্নবিল উৎসবের আগে রাজ্য থেকে সুরক্ষিত এলাকা পারমিট (পিএপি) ব্যবস্থা সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের দাবি জানাল রাজ্য সরকার। বিদেশি পর্যটকদের যাতায়াতে এই বিধিনিষেধ বিনিয়োগ, অর্থনৈতিক বিকাশ এবং পর্যটনকে বাধাগ্রস্ত করছে বলে দাবি করেছে সরকার।

এ বছর ১ থেকে ১০ ডিসেম্বর কোহিমায় অনুষ্ঠিত হবে হর্নবিল উৎসব। প্রতি বছর দেশ-বিদেশের এক লক্ষেরও বেশি পর্যটক এই উৎসবে যোগ দেন। রাজ্য সরকারের বক্তব্য, বিদেশি পর্যটকদের জন্য পিএপি-সংক্রান্ত বিধিনিষেধ থাকলে উৎসবে তাঁদের অংশগ্রহণ ও পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কী এই পিএপি ব্যবস্থা?

কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশিদের জন্য পিএপি জারি করে। ভারতের আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী কিছু এলাকাকে সুরক্ষিত বা সীমাবদ্ধ অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে; সেখানে বিদেশিদের যাতায়াতের জন্য এই অনুমতি প্রয়োজন। ১৯৫৮ সালের বিদেশি (সুরক্ষিত এলাকা) আদেশের অধীনে চালু এই ব্যবস্থা উত্তর-পূর্বের একাধিক রাজ্যে প্রযোজ্য, যার মধ্যে নাগাল্যান্ডও রয়েছে।

পর্যটন বাড়ানোর লক্ষ্যে ২০১১ সালে নাগাল্যান্ড, মণিপুর ও মিজোরামে পিএপি-র বিধিনিষেধ শিথিল করা হয়েছিল। তবে নিরাপত্তাজনিত কারণ দেখিয়ে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে তা ফের চালু করা হয়। এরপর থেকেই



ব্যবস্থা সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে আসছে নাগাল্যান্ড সরকার।

বিনিয়োগ ও পর্যটনে বাধার অভিযোগ

নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও গত সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে চিঠি লিখে পিএপি প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান। চিঠিতে তিনি বলেন, রাজ্যগুলিকে যখন বিনিয়োগ আকর্ষণ, আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা এবং পর্যটন বাড়ানোর জন্য উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে, তখন এই বিধিনিষেধ নাগাল্যান্ডকে অসুবিধায় ফেলছে। তাঁর মতে, ভিন্ন ঐতিহাসিক ও নিরাপত্তা পরিস্থিতিতে তৈরি নিয়ম শান্তিপূর্ণ রাজ্যের উন্নয়ন-আকাঙ্ক্ষার পথে বাধা হওয়া উচিত নয়।

রিওর দাবি, পিএপি চালু থাকায় বিশেষত যুবসমাজের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় হতাশা ও বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি তৈরি হচ্ছে।

নাগাল্যান্ডের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্র ও সীমান্ত বিষয়ক মন্ত্রী ওয়াই প্যাটন দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-কে জানান, পর্যটন, বিশেষত হর্নবিল উৎসবের সময় বিদেশি পর্যটকদের যাতায়াত সহজ করতেই পিএপি সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়েছে। তাঁর কথায়, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। তবে এখনও কোনও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের কথা রাজ্যকে জানানো হয়নি বলে দাবি প্যাটনের।

অনুমতি-প্রক্রিয়া নিয়ে আপত্তি

নাগাল্যান্ড পুলিশের প্রাক্তন মহাপরিচালক বেসেসায়ো কেজোর মতে, জটিল আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও অনুমতি পেতে দেরি হওয়ায় বিদেশি পর্যটকদের সংখ্যা কমেছে। তাঁর বক্তব্য, পর্যটকদের ভারতে প্রবেশের ভিসা দেওয়ার সময়ই পিএপি-র বিষয়টি নিষ্পত্তি করা উচিত। ভিসা পাওয়ার পর নতুন করে অনুমতির আবেদন করতে গিয়ে অনেক পর্যটককে কয়েক দিন অপেক্ষা করতে হয়।

কেজো বলেন, বিদেশি পর্যটকদের হাতে সময় সীমিত থাকে। ভারতে পৌঁছে হোটেলে বসে অনুমতির জন্য অপেক্ষা করতে হলে তাঁদের ভ্রমণসূচি ব্যাহত হয়। তাঁর মতে, ভিসা দেওয়ার আগে যখন প্রয়োজনীয় যাচাই হয়, তখন নাগাল্যান্ডে যাওয়ার অনুমতিও সেই পর্যায়েই দেওয়া যেতে পারে।

আগের শিথিলতায় লাভ হয়নি, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

২০২৫ সালের হর্নবিল উৎসবের আগে নাগাল্যান্ড সরকারের একাধিক অনুরোধের পর কেন্দ্র পিএপি-সংক্রান্ত বিধিনিষেধ শিথিল করেছিল। তবে মুখ্যমন্ত্রী রিওর মতে, উৎসবের কাছাকাছি সময়ে সীমিত মেয়াদের এই শিথিলতা আন্তর্জাতিক পর্যটনের ক্ষেত্রে খুব বেশি কাজে আসেনি। বিদেশি পর্যটকেরা সাধারণত কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস আগে টিকিট, হোটেল ও ভ্রমণসূচি চূড়ান্ত করেন। তাই শেষ মুহূর্তে নিয়ম শিথিল হলে তাঁদের পরিকল্পনায় নিশ্চিততা থাকে না।

রাজ্য সরকারের দাবি, পিএপি সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা হলে বিদেশি পর্যটকদের যাতায়াত সহজ হবে এবং হর্নবিল উৎসব-সহ নাগাল্যান্ডের পর্যটন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আরও প্রসারিত হতে পারে।





প্রকাশক : কেআরসি ফাউন্ডেশন, বাড়ি নং ১৫, ওল্ড কালীবাড়ি রোড, মালুগ্রাম, শিলচর, অসম—৭৮৮০০২।
প্রধান সম্পাদক : বিশ্বদীপ গুপ্ত। ফোন: ৮৭২১৮৩৮৩১৩। ই-মেল: krctimes@gmail.com। ওয়েবসাইট: www.krctimes.com।

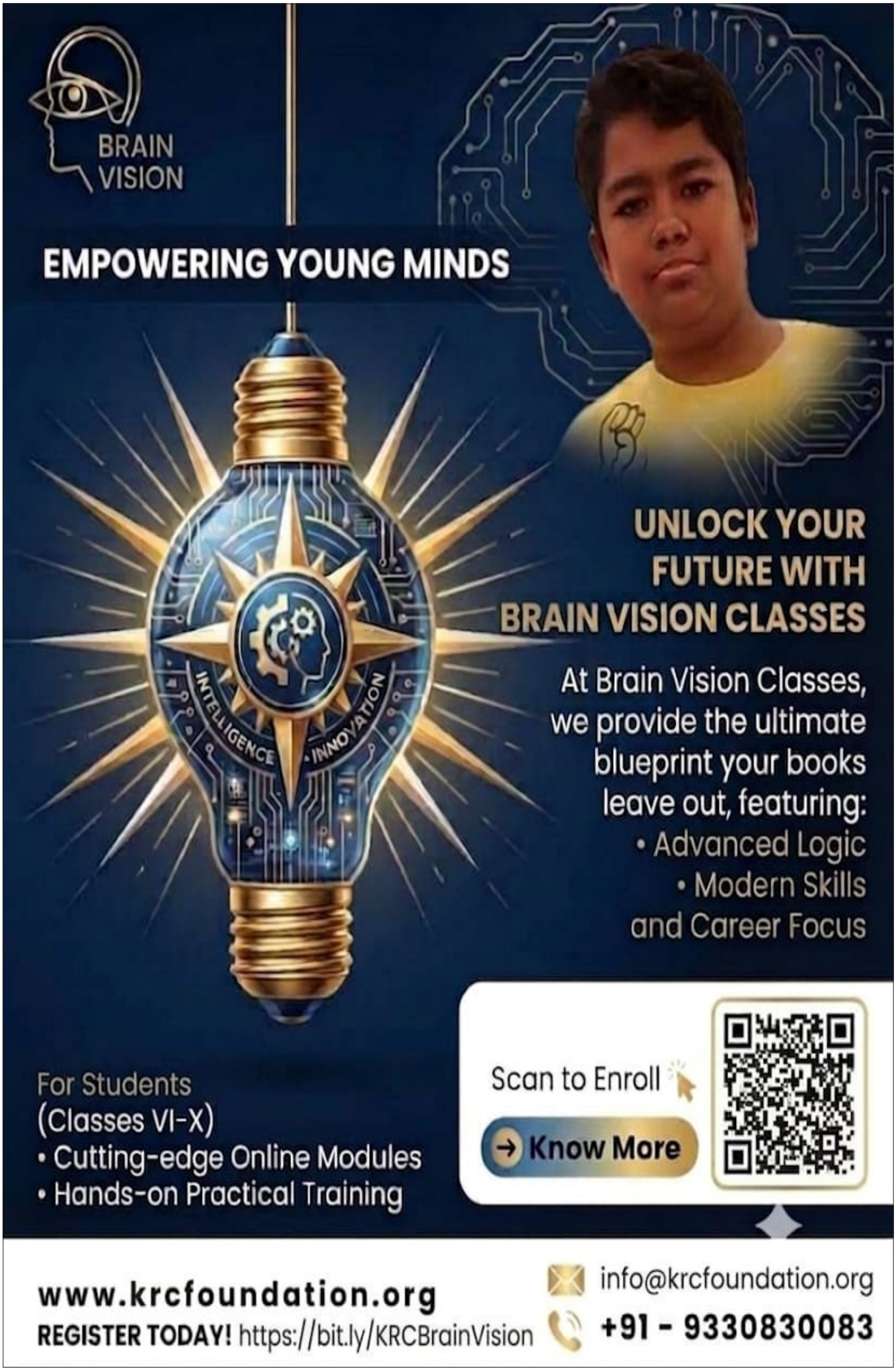
BRAIN VISION
EMPOWERING YOUNG MINDS
UNLOCK YOUR FUTURE WITH BRAIN VISION CLASSES
At Brain Vision Classes, we provide the ultimate blueprint your books leave out, featuring:
• Advanced Logic
• Modern Skills and Career Focus
INTELLIGENCE
INNOVATION
For Students
(Classes VI-X)
• Cutting-edge Online Modules
• Hands-on Practical Training
Scan to Enroll
→ Know More
www.krcfoundation.org
REGISTER TODAY! https://bit.ly/KRCBrainVision
info@krcfoundation.org
+91 - 9330830083

KRC FOUNDATION

কেআরসি টাইমস ই-কপি

দৈনিক উত্তর-পূর্ব সংস্করণ

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

আমাদের সম্পর্কে

কেআরসি টাইমস হল কেআরসি ফাউন্ডেশনের একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ, যেখানে আমরা আমাদের মূল দর্শন 'যোগাযোগহীনদের সংযুক্ত করা' অনুসরণ করি। আমরা না-বলা এবং না-শোনা গল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরি, যার লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো।

কেআরসি টাইমস ই-কপি

উত্তর-পূর্ব ভারত সংস্করণ

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ পৃষ্ঠার ই-কপি প্রকাশিত হয়
- প্রথম পাতা, সম্পদকীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও ৫ই/বিজ্ঞাপন
- ৩৬৫ দিনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকায় সাবস্ক্রাইব করুন

কেন ই-পেপার?

প্রতিদিন সন্ধ্যার মধ্যে দ্রুত পড়ে নেওয়া যায় এমন দিনের সেরা খবর, তথ্য ও বিশ্লেষণ পান

স্বচ্ছ সাংবাদিকতা

কেআরসি টাইমস ই-কপি হল নিরপেক্ষ খবর এবং তথ্য প্রদানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

কার জন্য?

ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, অভিভাবক এবং পেশাদার...

আপনার কপি পেতে আপনার নাম্বার পাঠান
WhatsApp: 8721838313
e-mail: krctimes@gmail.com

নলেজ রিসোর্স সেন্টার ফাউন্ডেশন
KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE FOUNDATION

যোগাযোগ করুন
+91-8721838313

www.krctimes.com/bangla

https://bit.ly/whykrctimes

KRC TIMES
STAY ENRICHED

GROW YOUR BRAND WITH US!



KRC TIMES

Our media platform can help elevate your brand's reach and build awareness to a niche market and cover the last miles that align with your business goals and purposes.



OUR PLATFORMS:

Website	YouTube	Social Media
Magazine	E-Copy	Events

For more information, please contact us at:

www.krctimes.com info@krcfoundation.org

DOWNLOAD ADVERTISEMENT RATE CARD
https://bit.ly/krctimesratecard